যুগান্তর

তারিখ 26 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ

শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট

সাংস্কৃতিক রিপোর্টার

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী পরিবর্তন প্রতিরোধে দেশব্যাপী শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। বুধবার সকালে রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় জোটের নেতারা জানান, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শিল্পী-কুশলীদের পাশাপাশি পেশাজীবী, সামাজিক ও শিক্ষাভিত্তিক সংগঠনগুলো নিয়ে শিগগির তারা দেশব্যাপী এ আন্দোলন শুরু করবেন। জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছের সভাপতিত্বে গোলটেবিল আলোচনায় 'পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী পরিবর্তন প্রতিরোধ' শীর্ষক ধারণাপত্র পাঠ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি প্রাবন্ধিক মফিদুল হক।

আলোচনায় অংশ নেন সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী, গবেষক-প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদ, নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী প্রমুখ। কামাল লোহানী শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি বৃহত্তর শিক্ষা আন্দোলনের ডাক দিয়ে বলেন, স্বাধীনতার ৪৫ বছর পেরিয়ে গেছে। চিন্তার পরিবর্তনগুলো কেমন করে এলো তা এখন আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। সর্বজনীন একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ণের দাবি আরও জোরালো করতে হবে। মফিদুল হকের অভিযোগ, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার তোয়াক্কা না করে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কিংবা গ্রন্থ সম্পাদনায় যুক্ত বিশেষজ্ঞ কারও মতামত না নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে তুষ্ট করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিফলনকারী রচনাগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তনগুলোকে জাতিসংঘের স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ধারা-৪-এর 'পরিপন্থী' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব পরিবর্তন সুচিন্তা-উদ্ভূত নাগরিক গড়ে তোলার প্রয়াস বিনষ্ট করবে। সৈয়দ আবুল মকসুদ, পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণের ব্যাখ্যা চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে তিনি বলেন, এ সময়ের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে না পারে, তবে আমরা ভেবে নেব সরকার হেফাজতের দাবি পূরণেই পাঠ্যপুস্তকে এমন পরিবর্তন এনেছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা, সম্পাদক ও নিরীক্ষকদের নিয়ে একটি গণশুনানির দরকার রয়েছে। রামেন্দু মজুমদার বলেন, থলের বেড়াল তো হেফাজত নিজেই বের করে ফেলেছে। প্রেস কনফারেন্স করে সরকারকে যখন ধন্যবাদ দিল, তখনই বুঝতে আর বাকি থাকল না এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিলে তাকে পদত্যাগ করতে হবে।

শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, জামায়াত তো সেদিনও স্লোগান দিয়েছে 'বাংলা হবে আফগান, আমরা হব তালেবান।' সেদিকেই কি দেশ চলে যাবে?

মামুনুর রশীদ বলেন, প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তক শিশুদের মনে কেমন ইমপ্যাক্ট ফেলে, এটা কি সরকার জানে না। শিক্ষাক্ষেত্রে সামন্তবাদী ও সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার ঘটেছে বলে অভিযোগ করেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু। তিনি বলেন, আমাদের দেশে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা— বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা। ছোটবেলা থেকেই তাদের আমরা বিভক্তি, বিভাজন শেখাচ্ছি। গোলটেবিল আলোচনায় পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— অবিলম্বে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করে পূর্ববর্তী পাঠ প্রতিস্থাপনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ, পাঠ্যবই পরিবর্তনের তদন্ত করতে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন এবং দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন বাধ্যতামূলক করা।